প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী

কাশীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্তৃক শাঙ্কর-বেদান্তে মহাপণ্ডিত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দসরস্বতীর উদ্ধার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-বর্ণিত একটী প্রধান এবং প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহার ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কেহ কোনও প্রশ্ন করিয়াছেন বলিয়া জানি না। * মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম" নামে যে "অধরমুখার্জি-বক্তৃতা" দিয়াছিলেন, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

"কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া বেদান্ত-শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসিগণের অগ্রণী প্রকাশানন্দস্বামী অদ্বৈতমত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের পরিপূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।"

তর্কভূষণ-মহাশয় এস্থলে প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক পণ্ডিত ব্যক্তি (অতঃপর আমরা তাঁহাকে পণ্ডিত-মহাশয় বলিয়াই অভিহিত করিব) তাঁহার এক মুদ্রিত গ্রন্থে প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পণ্ডিত-মহাশয়—তাঁহার সন্দেহের সমর্থক যে সকল প্রমাণ ও যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা পরে সে সমস্তের আলোচনা করিব। এক্ষণে, কবিরাজ-গোস্বামিবর্ণিত প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর ভিত্তি কি এবং সেই ভিত্তি কতটুকু দৃঢ়, তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক।

প্রথমে দেখা যাউক, কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে, অথবা যিনি প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছেন, এরূপ কাহারও নিকট হইতে মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলা-কাহিনী শুনিবার সুযোগ কবিরাজ-গোস্বামীর হইয়াছিল কিনা।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন সনাতন-গোস্বামীও যে সেখানে ছিলেন এবং প্রভুর কাশীত্যাগের সময় পর্য্যন্তই ছিলেন, মুরারিগুপ্তের কড়চা হইতে তাহা জানা যায় (৪।১৩।১১-২১)। কবিকর্ণপূরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন (৯।৪৫-৪৮)। তাহা হইলে, মুরারিগুপ্ত ও কর্ণপূর এই দুইজনের গ্রন্থ হইতেই জানা গেল, শ্রীপাদ সনাতন মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

কাশীতে প্রভু তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা (আহার) করিতেন এবং মিশ্রপুত্র রঘুনাথ (পরবর্ত্তীকালে রঘুনাথভট্ট-গোস্বামী) প্রভুর সেবা করিতেন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভু অবস্থান করিতেন—মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় এসকল কথা লিখিয়াছেন (৪।১।১৫-১৮)।

কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলাসম্বন্ধে একটী কথাও লিখেন নাই। তাঁহার নাটকে, প্রভু যে চন্দ্রশেখরের গৃহে ছিলেন, তাহা লিখিয়াছেন (৯।৪৩); কিন্তু কোথায় ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহা লিখেন নাই।

যাহা হউক, মুরারিগুপ্তের উক্তিই যথেষ্ট। ইহা হইতে জানা যায়—তপনমিশ্র, রঘুনাথভট্ট-গোস্বামী এবং চন্দ্রশেখরও প্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন।

উল্লিখিত কয়জন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন। তিনি আরও দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা লিখিয়াছেন—পরমানন্দকীর্ত্তনীয়া এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। পরমানন্দ-কীর্ত্তনীয়া প্রভুর কাশীত্যাগের পরেও

---

* "গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব-বিচার" এর পরেও পৃথক্ ভাবে "প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর" আলোচনার হেতু এই প্রবন্ধ-মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

কাশীতেই ছিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নীলাচল হইতেই প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও নীলাচলেই ছিলেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় (৪।১।১১) বলদেব-নামক প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রার এক সঙ্গীর কথা লিখিয়াছেন; ইনি বোধ হয় বলভদ্র ভট্টাচার্য্যই।

এস্থলে যে সকল প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বলা হইল, তাঁহারা সকলেই প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত অনুগত ভক্ত। যাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্বপরিচয় ছিলনা, প্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এরূপ বহু লোক কাশীতে ছিলেন। মহারাষ্ট্রী-বিপ্র এই শ্রেণীর একজন; ইনি প্রভুর দর্শনের ফলে প্রভুর পদানত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, প্রভুর বারাণসী-লীলার এসমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে সনাতন-গোস্বামী ও রঘুনাথভট্ট-গোস্বামী কবিরাজ-গোস্বামীর বৃন্দাবন-গমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। ইঁহারা কবিরাজ-গোস্বামীর ছয়জন প্রসিদ্ধ শিক্ষাগুরুর মধ্যে দুইজন। কবিরাজ-গোস্বামী বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইঁহাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গ করিয়াছেন। ভট্টগোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরুও ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বারাণসী-লীলার কথা শুনিয়াছেন, এরূপ কাহারও সঙ্গের সুযোগ কবিরাজ-গোস্বামীর হইয়াছিল কিনা, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিতকাল পরেই শ্রীরূপ-গোস্বামী কাশী হইয়া নীলাচলে আসিয়া দশমাস ছিলেন। কাশীতে তিনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর এবং তপনমিশ্রের সহিত মিলিত হন। তিনি চন্দ্রশেখরের গৃহে থাকিতেন এবং তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতেন। আর তিনি—"মিশ্রমুখে শুনে—সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥ কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে। সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড়সুখে॥ মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া। সুখীহৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥ চৈঃ চঃ ২।২৫।১৭০-২॥" শ্রীরূপগোস্বামী কাশীতে প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে প্রভুর তত্রত্য লীলাকথা সমস্তই শুনিয়াছেন। নীলাচলে বলভদ্রভট্টাচার্য্যের মুখেও তিনি এসকল কথা শুনিয়া থাকিবেন।

শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী বঙ্গদেশ হইতে বৃন্দাবন-গমনের পথে কাশীতে অবস্থান করিয়া মধুসূদন-বাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ, ৫৪ পৃঃ)। এই সময়ে কোনও কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শ্রীজীব মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলার কথা শুনিয়া থাকিবেন। কবিরাজ-গোস্বামীর বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্বেই শ্রীজীব বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, শ্রীপাদ-সনাতনের মুখেও ইনি প্রভুর এসব লীলার কথা শুনিয়া থাকিবেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই রঘুনাথদাস-গোস্বামী নীলাচলে যাইয়া স্বরূপ-দামোদরের আনুগত্যে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে স্বরূপদামোদর অপ্রকট হয়েন এবং তাহার পরেই দাস-গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসেন; তাহাও কবিরাজ-গোস্বামীর বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্বে। নীলাচলে অবস্থানকালে বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের মুখে এবং বৃন্দাবনে আসার পরে সনাতন-গোস্বামীর এবং রঘুনাথভট্ট-গোস্বামীর মুখেও দাস-গোস্বামী প্রভুর কাশী-লীলার কথা শুনিয়া থাকিবেন। প্রভুর প্রকটকালে সনাতন-গোস্বামী একবার এবং ভট্টগোস্বামী দুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন, সেই সময়েও দাস-গোস্বামী ইঁহাদের নিকটে অনেক কথা শুনিয়া থাকিবেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামী—এই তিনজনই প্রত্যক্ষ-দর্শীদের মুখে প্রভুর বারাণসী-লীলার কথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ছিলেন গৌরগত-প্রাণ। গৌরের লীলাকথা শুনিবার বা বলিবার সুযোগ পাইলে ইঁহাদের কাহারওই আহার-নিদ্রাদির অনুসন্ধানও থাকিত না। প্রভুর বরাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হইতে অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা সহকারে ইঁহারা যে সমস্ত তথ্য পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে জানিয়া লইয়াছিলেন, এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারেনা। কবিরাজ-গোস্বামী বহুবৎসর পর্য্যন্ত এই তিনজনের অন্তরঙ্গ সঙ্গ করিয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁহার শিক্ষাগুরুও ছিলেন। শেষসময়ে দাস-গোস্বামী ও

কবিরাজ-গোস্বামী এক সঙ্গেই থাকিতেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখা শেষ হওয়ার পরেও দাস-গোস্বামী প্রকট ছিলেন।

যাঁহারা উপন্যাস লেখেন, তাঁহারা কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করেন; ইহা দূষণীয় নয়। কাল্পনিক ঘটনাদিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দিষ্ট মূলনীতির পরিস্ফুরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা চরিতকাহিনী লিখেন, কাল্পনিক ঘটনার বর্ণনা তাঁহাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ; এই শ্রেণীর লেখকদের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকে না। কবিরাজগোস্বামী উপন্যাস লেখেন নাই, তিনি চরিতকাহিনী এবং তাহার উপলক্ষ্যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাদি বিবৃত করিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের আদেশেই তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি একাজে হাত দেন নাই। তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলে, তিনি সত্যের অপলাপ করিবেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা থাকিলে, তাঁহারা তাঁহার উপরে গৌরচরিত বর্ণনের ভার অর্পণ করিতেন না। গৌরচরিতের সমস্ত ঘটনাই তাঁহারা সকলে জানিতেন; মনোজ্ঞ ভাষায় সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া লীলার মাধুর্য্য পরিস্ফুট করার জন্যই তাঁহারা কবিরাজগোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার উপাস্য শ্রীমদনগোপালের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই বৈষ্ণবদের আদেশ পালনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—"শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি। ৩।২০।৯০।" গ্রন্থসমাপ্তির পরে শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহা শ্রীচৈতন্য-দেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীমদনগোপাল অসত্য কথা লেখার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন নাই; অসত্য বর্ণনা দ্বারা কলুষিত গ্রন্থও যে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস করা যায় না। বৈষ্ণববৃন্দের বিদিত ঘটনাসমূহের মধ্যে একটা মিথ্যা কাল্পনিক ঘটনা অনুপ্রবিষ্ট করাইতে গেলে অবিলম্বেই তাঁহাকে বৈষ্ণববৃন্দের বিরাগভাজন হইতে হইবে—বিশেষতঃ তাঁহার একতম শিক্ষাগুরু এবং গ্রন্থলিখন-সময়েও তাঁহার নিত্যসঙ্গী রঘুনাথদাসগোস্বামীরও বিরাগভাজন হইতে হইবে—ইহাও কবিরাজগোস্বামী জানিতেন। ইঁহাদের আদেশে, ইঁহাদেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইঁহাদের বিরাগভাজন হওয়া, ইঁহাদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অনুগ্রহের অমর্য্যাদা করা কবিরাজগোস্বামীর মত নিষ্কিঞ্চন সাধকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তিনি মিথ্যা কিছু লিখেন নাই। প্রকাশানন্দ-উদ্ধারসম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। তাঁহার লিখিত বর্ণনার সঙ্গে যদি অন্য কোনও চরিতকারের বর্ণনার বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কবিরাজগোস্বামীর বর্ণনাকেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে; যেহেতু, এই লীলার প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত দীর্ঘকালব্যাপী অন্তরঙ্গ সঙ্গের সুযোগ এবং সত্যনিষ্ঠ প্রামাণিক বৈষ্ণবদের আলোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্যের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তিনি যেরূপ পাইয়াছিলেন, অন্য কোনও চরিতকার সেরূপ পায়েন নাই।

যাহা হউক মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলাসম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামীর বর্ণনার সারমর্ম্ম ঐইরূপ :—

মহাপ্রভু দুইবার কাশীতে গিয়াছিলেন—একবার বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে, আর একবার বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিবার সময়ে। প্রত্যেক বারেই তিনি চন্দ্রশেখরের গৃহে থাকিতেন এবং তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতেন। মিশ্রপুত্র রঘুনাথ প্রভুর সেবা করিতেন; চন্দ্রশেখরের সঙ্গী পরমানন্দকীর্ত্তনীয়া প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। প্রথমবারে প্রভু অল্প কয়দিন মাত্র কাশীতে ছিলেন; কোনও সন্ন্যাসী তখন তাঁহার নিকটে আসেন নাই; তিনিও কোনও সন্ন্যাসীর নিকটে যান নাই; সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে বরং তিনি অন্যত্র নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিতেন না। তবে অন্যান্য লোক তাঁহার নিকটে আসিতেন এবং তাঁহার মধ্যে অদ্ভুত প্রেমবিকারাদি দর্শন করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িতেন। এসমস্ত লোকের মধ্যে এক মহারাষ্ট্রী বিপ্রও ছিলেন।

প্রভু কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে না মিশিলেও তাঁহার আগমনের কথা প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ জানিতেন; তাঁহারা প্রভুর অত্যন্ত নিন্দা করিতেন; নিন্দার কথা কোনও কোনও লোক আসিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রভুকেও জানাইতেন; কিন্তু প্রভু শুনিয়া কেবল হাসিতেন; আর কিছুই বলিতেন না।

দ্বিতীয়বারে প্রভু অন্যূন দুইমাস কাশীতে ছিলেন; শ্রীপাদ সনাতনও এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত

হন। প্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভক্তিবিষয়ক সিদ্ধান্তাদি শিক্ষা দেন। এবারেও তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশিতেন না; সন্ন্যাসীদের কৃত নিন্দার মাত্রাও কিছুমাত্রও কমে নাই, বরং দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল। তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি প্রভুর অনুগত ভক্তগণ সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করার জন্য প্রভুকে অনেক মিনতি করিতেন; প্রভু ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়াই থাকিতেন, কিছু বলিতেন না।

প্রভুর অনুগত কাশীবাসী ভক্তদের দুঃখের কারণ ছিল দুইটী—সন্ন্যাসীদের মুখে প্রভুর নিন্দাশ্রবণ এবং কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণকথা-শ্রবণের সুযোগের অভাব।

প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেন; প্রভুর কথা উঠিলেই প্রকাশানন্দ বলিতেন:—

"সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নাচন। না করে বেদান্তপাঠ—করে সঙ্কীর্ত্তন॥ মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে। ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥ চৈঃ চঃ ১।৭।৩৯-৪০॥" তিনি কখনও বা বলিতেন:—"শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক। কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥ চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লৈয়া। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥ যেই তারে দেখে, সেই ঈশ্বর করি কহে। ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল। শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥ সন্ন্যাসী নাম মাত্র—মহা ইন্দ্রজালী। কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥—চৈঃ চঃ ২।১৭।১১২-১৬॥"

প্রভুর এইরূপ নিন্দা ছিল ভক্তদের হৃদয়বিদারক দুঃখের কারণ; যেহেতু ইহা চিত্তবিক্ষোভজনক ইষ্ট-নিন্দন।

তাঁহাদের আর এক দুঃখের কারণ ছিল এই। প্রকাশানন্দ ছিলেন মায়াবাদী; তাঁহার মুখে এবং তাঁহার প্রভাবে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মুখেও এবং অপর অনেক লোকের মুখেও মায়া ও ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও কথা—ভগবানের কোনও নাম—শুনা যাইত না। ভগবানের লীলাগ্রন্থাদির আলোচনাও কোথাও হইত না; ষড়্দর্শনাদির ব্যাখ্যা এবং আলোচনাই প্রায় সর্ব্বত্র হইত। চন্দ্রশেখর একদিন দুঃখ করিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন:—"আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসীস্থানে। মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে॥ ষড়্দর্শনব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।—চৈঃ চঃ ২।১৭।৯১-৯২॥" ইহাও ছিল ভক্তদের এক দুঃখ; যেহেতু, তাঁহারা মনে করিতেন, কাশীতে তাঁহাদের ভাবানুরূপ ভজন-পুষ্টির অনুকূল আবহাওয়া ছিলনা।

ভক্তগণ মনে করিলেন—প্রভু যদি প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসীদের কৃপা করিতেন, তাহা হইলে, সেই সন্ন্যাসীরাও প্রভুর পদানত হইতেন, ভক্ত হইতেন, সর্ব্বত্র ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন করিতেন, লীলাগ্রন্থাদি আলোচনা করিতেন, প্রভুর নিন্দা হইতেও বিরত হইতেন; তাহা হইলে তাঁহাদের দুঃখের অবসান হইত, সুখের উদয় হইত। তাই প্রভু যখন দ্বিতীয়বার কাশীতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর কৃপা আকর্ষণের জন্য একদিন চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র—"দুঃখী হঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥ কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন॥ তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ। শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥ ১।৭।৪৭-৯॥" শুনিয়া প্রভু একটু হাসিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে এক মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসিয়া প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন।

এই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রভুর দর্শনে তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেখানে-সেখানে সন্ন্যাসীদের মুখে প্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইত; তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—"প্রভুর স্বভাব—যে তাঁরে দেখে সন্নিধানে। স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে॥ ২।২৫।৭॥" তাই তিনি মনে করিলেন, যদি কোনও প্রকারে প্রভুর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের তিনি একত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রভুর দর্শনমাত্রেই ইঁহারা প্রভুকে কৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিবেন, কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ভক্ত হইবেন। তিনি আরও ভাবিলেন—"বারাণসী বাস আমার হয়ে সর্ব্বকালে। সর্ব্বকালে দুঃখ পাব, ইহা না করিলে॥ ২।২৫।৯॥" তিনি স্থির করিলেন—নিজ গৃহেই তিনি সন্ন্যাসী-দিগকে এবং প্রভুকেও ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র করিবেন। "এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে। তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে॥ ২।২৫।১০॥" আসিয়া তিনি অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া প্রভুর চরণে

পতিত হইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের আর্তি শুনিয়া পূর্ব্বেই প্রভুর মন একটু নরম হইয়াছিল, সন্ন্যাসীদিগের মতি-গতি ফিরাইবার জন্য একটু ইচ্ছা হইয়াছিল। প্রভু তাই বিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন; সন্ন্যাসীদের সহিত মিলিত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল।

যথাসময়ে প্রভু বিপ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন; সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিলেন এবং পাদপ্রক্ষালনের স্থানেই বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসিগণ দেখিলেন—প্রভুর "মহাতেজোময় বপু, কোটিসূর্য্যাভাস। ১।৭।৫৮।" দেখিয়া প্রভুর প্রতি সন্ন্যাসীদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, আসন ছাড়িয়া তাঁহারা দণ্ডায়মান হইলেন, স্বয়ং প্রকাশানন্দই উঠিয়া গিয়া সমাদরে প্রভুর হাতে ধরিয়া আনিয়া খুব সম্মানের সহিত নিজেদের মধ্যে তাঁহাকে বসাইলেন (১।৭।৬০-৩)। ইহার পরে ইষ্টগোষ্ঠি আরম্ভ হইল। প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তনের কথা, নামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের কথা, সঙ্কীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণপ্রেমোদয়ের কথা, কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত বিকারের কথা—সমস্তই বলিলেন। শুনিয়া সন্ন্যাসীদের মনোভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। পরে বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। প্রভু দেখাইলেন—মুখ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণাতে বেদান্তসূত্রের অর্থ করিলে বেদের স্বতঃ-প্রমাণতার হানি হয়। সূত্রের তাৎপর্য্যও সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না। সন্ন্যাসিগণও স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে প্রভু বেদান্তের মুখ্য কয়েকটী সূত্রের মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থও করিলেন। শুনিয়া সন্ন্যাসীদের মন ফিরিয়া গেল, তাঁহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ। ১।৭।১৪২ ॥" পরে—"তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া। ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বসাইয়া ॥ চৈঃ চঃ ১।৭।১৪৪ ॥" এদিকে আবার সেই সভায় উপস্থিত—"চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন। শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন ॥ ১।৭।১৪৬ ॥" ইহার পর হইতে প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী লোক-সমাগম হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখরের গৃহে—"মহা ভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে। ১।৭।১৪৯ ॥" আর—"প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী। ১।৭।১৪৭ ॥" প্রভু যদি গঙ্গাস্নান করিতে যান, কিম্বা বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যান, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অগণিত লোক সে সকল স্থানে সমবেত হয়, হরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পরিপূরিত করে। "নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥ সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার। সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সভার ॥ ২।২৫।১৯ ॥"

এদিকে সন্ন্যাসিগণ নিজেদের মধ্যে প্রভু সম্বন্ধে, তাঁহার আচরণ, যুক্তি, বেদান্তব্যাখ্যাসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। যতই আলোচনা করেন, ততই তাঁহারা—স্বয়ং প্রকাশানন্দও—প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ প্রভুকে স্বয়ংভগবান বলিয়া অনুভব করিলেন।

একদিন সন্ন্যাসিগণ এইভাবে প্রভুসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন করিতে যাইতেছেন; পথের দুইদিকে অসংখ্যলোক প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত একত্রিত হইয়াছে। মন্দিরাঙ্গনে আসিয়া প্রভু মাধবের সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন—"শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন। চারিজন মেলি করে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ চৌদিকে লোক লক্ষ বোলে হরি হরি। উঠিল মঙ্গল ধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি ॥ ২।২৫।৫৪-৫৫ ॥" সশিষ্য প্রকাশানন্দ নিকটেই ছিলেন। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া শিষ্যগণকে লইয়া তিনিও মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন—"দেখিয়া প্রভুর নৃত্য—দেহের মাধুরী। শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বোলে হরি হরি ॥ কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ। অশ্রুধারায় ভিজে লোক পুলক কদম্ব ॥ ২।২৫।৫৭-৫৮ ॥" কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সময়োচিত ব্যবহারের পরে—শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদান্তসূত্রের ব্যাস-কৃত ভাষ্য, এবং তাহা যে গায়ত্রীরও ভাষ্য, তাহা প্রভু সপ্রমাণ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ সম্পূর্ণরূপে প্রভুর পদানত হইলেন। প্রেমভরে তাঁহারাও নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সর্ব্বত্র সন্ন্যাসীদের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা আরম্ভ হইল। এইরূপে মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিয়া তত্রত্য ভক্তদিগের দুঃখের মূলোৎপাটন এবং সুখের পথ প্রশস্ত করিলেন। প্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন, প্রভু নিজে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

সংক্ষেপে ইহাই কবিরাজ-গোস্বামিবর্ণিত প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ইহা প্রত্যক্ষ-দর্শীর উক্তির উপরে এবং কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শি-প্রমুখ সত্যানুসন্ধিৎসু ও সত্যনিষ্ঠ বৈষ্ণবদের সভায় পুনঃ পুনঃ আলাপ আলোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-মহাশয়ের উক্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কবিরাজ-গোস্বামিবর্ণিত প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহাশয়ের সন্দেহের হেতু এই যে, তাঁহার মতে মুরারিগুপ্তের বা কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। ইঁহাদের গ্রন্থ হইতে পণ্ডিত-মহাশয় মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলা সম্বন্ধে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার মন্তব্যসহ আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের নিবেদন জানাইতেছি।

(ক) মুরারিগুপ্তের গ্রন্থোক্তিসম্বন্ধে পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"মুরারিগুপ্তের কড়চার ৪.১.১৮ ও ৪.১৩.২০ শ্লোকে "কাশীবাসিজনান্ কুর্ব্বন্ হরিভক্তিরতান্ কিল" ও "কাশীবাসিজনান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণভক্তিপ্রদানতঃ" উক্তি আছে। শ্রীচৈতন্য প্রকাশানন্দের ন্যায় দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরুকে উদ্ধার করিয়া থাকিলে মুরারিগুপ্ত সে সম্বন্ধে নীরব থাকিবেন কেন ?"

নিবেদন। পণ্ডিত-মহাশয় এস্থলে দুইটী শ্লোকের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে মহাপ্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে কি করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথমোদ্ধৃত (৪.১.১৮) শ্লোকার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কাশীবাসী-লোকদিগকে হরিভক্তিরত করিয়া" (হরিসঙ্কীর্ত্তনামোদী মহাপ্রভু স্বীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে বাহুক্ষেপণ করেন। ৪.১.১৯।) প্রভুর কীর্ত্তনের প্রভাবে এবং "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনিতে কাশীবাসী লোকগণ হরিভক্তিতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন—একথাই মুরারিগুপ্ত পরবর্ত্তী ৪.১.১৯ শ্লোকে বলিয়াছেন।

আর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিবার পথে প্রভু যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহাই পণ্ডিত-মহাশয়ের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কাশীবাসী সমস্ত লোককে কৃষ্ণভক্তি প্রদান পূর্ব্বক (৪.১৩.২০)।" এস্থলে মুরারিগুপ্ত বলিতেছেন—মহাপ্রভু কাশীবাসী সকলকেই (সর্ব্বান্) কৃষ্ণভক্তি দান করিয়াছিলেন। কয়েক জনকে বাদ দিয়া বাকী সকলকে তিনি কৃষ্ণভক্তি দিয়াছিলেন, একথা মুরারিগুপ্ত বলেন নাই; সুতরাং প্রকশানন্দকেও যে তিনি কৃষ্ণভক্তি দিয়াছিলেন, ইহাই স্বাভাবিক অনুমান; প্রকাশানন্দ যে তখন কাশীতে ছিলেন না, একথাও তিনি বলেন নাই।

উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ দুইটীর মর্ম্মের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে (৪.১৩.২০) বলা হইয়াছে—প্রভু কাশীবাসী সকলকেই কৃষ্ণভক্তি দান করিলেন; প্রথম শ্লোকার্দ্ধে (৪.১.১৮) কিন্তু তাহা বলা হয় নাই—সঙ্কীর্ত্তনামোদি প্রভুর কীর্ত্তনে "হরিবোল" ধ্বনি যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা হরিভক্তি রত হইয়াছেন, ইহাই বলা হইয়াছে। প্রথমবারে প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বাহির হইয়া কাহারও সঙ্গে মিশেন নাই; যেখানে থাকিতেন, সেখানে যাঁহারা আসিতেন, কেবল তাঁহারাই তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতেন, তাঁহারাই হরিভক্তি-রত হইতেন। সকল লোকের এই সৌভাগ্য হয় নাই। এই শ্লোকার্দ্ধের উক্তির সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও অনৈক্য নাই; কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রী বিপ্র প্রভৃতি কয়েকজন লোকই প্রথমবারে প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। প্রথমবারে প্রভু কাহারও সঙ্গে বিচার-বিতর্কাদি করিয়াছিলেন—একথা মুরারিগুপ্তও বলেন না, কবিরাজগোস্বামীও বলেন না।

পণ্ডিত-মহাশয়ের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য আছে। তিনি শ্লোকটীর (৪.১৩.২০) প্রথমার্দ্ধ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন; শেষার্দ্ধ উদ্ধৃত করেন নাই। শেষার্দ্ধে কাশীবাসীদিগকে কৃষ্ণভক্তি দান করার হেতু উল্লিখিত হইয়াছে; সেই হেতুর প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়াছিলেন কিনা, তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে ঐ হেতু সিদ্ধ হইতে পারিত কিনা, তৎসম্বন্ধে একটা অনুমান করা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই :—

"কাশীবাসিজনান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণভক্তিপ্রদানতঃ। উদ্ধৃত্য কৃপয়া কৃষ্ণো ভক্তানাং সুখহেতবে॥ ৪।১৩।২০—ভক্তদিগের সুখের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাপূর্ব্বক কাশীবাসী সমস্ত লোককে কৃষ্ণভক্তিপ্রদানপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া (* * * * শ্রীজগন্নাথদর্শনের অভিপ্রায়ে সত্বর চলিয়া গেলেন। ৪।১৩.২১)।

কবিরাজগোস্বামিবর্ণিত প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি—প্রকাশানন্দ কর্তৃক প্রভুর নিন্দা এবং কাশীতে প্রকাশানন্দের প্রভাবজনিত ভক্তিপুষ্টির প্রতিকূল আবহাওয়াই ছিল তত্রত্য ভক্তদের দুঃখের হেতু এবং এই দুঃখ দুরীকরণের এবং ভক্তদের সুখোৎপাদনের একমাত্র উপায়ই ছিল প্রকাশানন্দকে কৃষ্ণভক্ত করা। প্রভু তাহা করিয়াছেন, করিয়া ভক্তদের সুখোৎপাদন করিয়াছেন। প্রকাশানন্দকে বাদ দিয়া কাশীবাসী আর সকলকে কৃষ্ণভক্ত করিলেও ভক্তদের দুঃখের হেতু থাকিয়াই যাইত এবং তাঁহাদের সুখের সম্ভাবনাও থাকিত না। সুতরাং মুরারিগুপ্তের উল্লিখিত "সর্ব্বান্"-শব্দের মধ্যে প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণও অন্তর্ভুক্ত; নতুবা "ভক্তানাং সুখ-হেতবে"—কথারও কোনও সার্থকতা থাকে না। শ্লোকস্থ "উদ্ধৃত্য"-শব্দেরও একটা ব্যঞ্জনা আছে। প্রভুর নিন্দাজনিত পাপ হইতে উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসীদেরই, অপরের নহে; তাই "উদ্ধৃত্য—উদ্ধার করিয়া"-শব্দ হইতেও প্রকাশানন্দাদির উদ্ধারই ব্যঞ্জিত হইতেছে। পণ্ডিত-মহাশয় যদি মুরারি-গুপ্তের উক্ত (৪।১৩.২০) শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যঞ্জনার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিমত অন্যরূপ হইত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই—একথা মুরারিগুপ্ত বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত কবিরাজগোস্বামীর বর্ণনার বিরোধ নাই।

মুরারিগুপ্ত প্রভুর বারাণসী-লীলার বিস্তৃত বর্ণনা দেন নাই; তিনি সূত্রমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন; এজন্যই বোধ হয় তিনি প্রকাশানন্দের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী বিস্তৃতভাবেই বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বর্ণিতব্য বিষয়ের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহাতে তিনিও প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই:— "বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসি-মুখান্ কাশীনিবাসিনঃ। সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ॥—সন্ন্যাসিপ্রমুখ কাশীবাসী জনগণকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সনাতনকে সুসংস্কৃত করিয়া প্রভু নীলাচলে গমন করিলেন।"

সূত্রে সাধারণভাবেই বিষয়ের উল্লেখ থাকে; বিশেষ কোনও ব্যক্তির উল্লেখ সাধারণতঃ থাকে না।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, প্রকাশানন্দ-উদ্ধার সম্বন্ধে মুরারিগুপ্ত যে একেবারেই "নীরব", একথা বলা চলে না; তাঁহার শ্লোকে এই উদ্ধারের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

(খ) কবিকর্ণপূর সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন:—

(১) "কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—ব্রহ্মচারি-গৃহিভিক্ষু-বনস্থা যাজ্ঞিকা ব্রতপরাশ্চ তমীয়ুঃ। মৎসরৈঃ কতিপয়ৈর্যতিমুখ্যৈরেব তত্র ন গতং ন স দৃষ্টঃ।—৯।৩২ নির্ণয়সাগর-সংস্করণ।

নাটকে কোথাও প্রকাশানন্দের উদ্ধারকাহিনী বা নাম নাই। বরং আছে যে কতিপয় প্রধান যতি মাৎসর্য্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে যায়েন নাই।"

নিবেদন। উদ্ধৃত শ্লোকটীর সঙ্গে ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী শ্লোকের একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই দুইটী শ্লোকের প্রথমটী হইতে জানা যায়, কাশীতে আসিয়া প্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে ছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকটীর মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, কাশীর এবং কাশীর বাহিরের অগণিত লোক অনুরাগভরে চন্দ্রশেখরের গৃহে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন। শ্লোকটীর অর্থ এই।—তখন মনে হইয়াছিল, "অনুরাগ পূর্ব্বক আসিয়া ইঁহাকে দর্শন কর"—এইরূপ বলিয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই যেন বিশ্বকে (বিশ্ববাসীকে) প্রভুর দর্শনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; নতুবা একই সময় সকল লোকের একই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে কেন?—তদানীন্ত * * * তমেত্য পশ্যেত্যনুরাগপূর্ব্বং বিশ্বেশ্বরো বিশ্বমিব ন্যযুঙ্‌ক্ত। কুতোঽন্যথা তাবতিতুল্যকালে তুল্যক্রিয়ঃ সর্ব্বজনো বভূব॥" ইহা বলিয়া, কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক প্রভুকে দেখিবার

জন্য চন্দ্রশেখরের গৃহে গিয়াছিলেন, তাহাই পণ্ডিত-মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মচারী, গৃহী, ভিক্ষু (অর্থাৎ সন্ন্যাসী), বনবাসী (বা বানপ্রস্থাবলম্বী), যাজ্ঞিক ও ব্রতপরায়ণ লোকগণ আসিয়াছিলেন ; (কেবল) কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ প্রধান যতি (সন্ন্যাসী) সে স্থানে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করেন নাই।

প্রধান সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকজন মাৎসর্য্যপরায়ণ সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য সকল প্রধান সন্ন্যাসী এবং অপ্রধান সন্ন্যাসিগণও প্রভুর নিকট গিয়াছিলেন, শ্লোক হইতে তাহা স্পষ্টই জানা যায়। কোনও প্রধান বা অপ্রধান সন্ন্যাসীই যায়েন নাই, একথা শ্লোকে বলা হয় নাই ; বরং সন্ন্যাসীদের যাওয়ার কথা (ভিক্ষু ও বনস্থ শব্দদ্বয়ে) স্পষ্টই বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, কবিকর্ণপূর এস্থলে কেবল যাওয়ার কথাই বলিয়াছেন, উদ্ধার বা অনুদ্ধার, কিম্বা উদ্ধারে অসামর্থ্য বা সামর্থ্যের কথাও কিছু বলেন নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে প্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে উদ্ধার করেন নাই, মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে করিয়াছিলেন এবং পরে বিন্দুমাধবের মন্দির-প্রাঙ্গণেই তাঁহারা সম্যক্‌রূপে প্রভুর পদানত হইয়াছিলেন।

(২) উপরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"শ্রীচৈতন্য এই সকল সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌমের মনে ক্ষোভ রহিয়া গেল। দশম অঙ্কে দেখিতে পাই—সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য বারাণসী যাইতেছেন। তিনি স্বগতোক্তি করিতেছেন—"যদ্যপি ভগবতোঽস্মিন্নর্থে নানুমতির্জাতা, তথাপি হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি হঠাদেব তত্র গচ্ছন্নস্মি। ন জানে কিং ভবতি ১০।৫।" সার্ব্বভৌম সত্য সত্যই বারাণসী গিয়াছিলেন কিনা এবং গিয়া থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছিল, সে বিষয়ে কবিকর্ণপূর কোন সংবাদ দেন নাই। পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থকারও এসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য যদি তৎকালের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক প্রকাশানন্দকে ভক্তিপথে আনয়ন করিতেন, তাহা হইলে আর সার্ব্বভৌমের বারাণসী-যাত্রার কথা কবিকর্ণপূর উল্লেখ করিতেন না।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যেও কোন স্থানে প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই।"

নিবেদন। "এই সকল সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করিতে পারিলেন না"-বাক্যে পণ্ডিত-মহাশয় যদি মনে করিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্য বারাণসীবাসী "সকল সন্ন্যাসীদের" অর্থাৎ কোনও সন্ন্যাসীকেই উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে ঠিক কথা বলা হয় নাই। কারণ, কবিকর্ণপূর নিজেই বলিয়াছেন—মাৎসর্য্যপরায়ণ কতিপয় সন্ন্যাসীব্যতীত আর সকল সন্ন্যাসীই অনুরাগভরে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আর, যদি পণ্ডিত-মহাশয় মনে করিয়া থাকেন যে, কেবলমাত্র ঐ সকল মাৎসর্য্য-পরায়ণ সন্ন্যাসী কয়জনকে প্রভু উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তাহা হইলেও ব্রহ্মচারী, গৃহী, সন্ন্যাসী ও বনস্থ-আদি যাবতীয় বারাণসীবাসীদিগকে উদ্ধার করার পরে কেবলমাত্র কয়েকজন সন্ন্যাসী উদ্ধার পাইলেন না বলিয়াই বিশেষ ক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, এজন্য "প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌমের মনে ক্ষোভ রহিয়া" যাওয়ার কথা কবিকর্ণপূর কোথাও বলেন নাই। ইহা পণ্ডিত-মহাশয়েরই কল্পিত কথা।

"সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য বারাণসী যাইতেছেন"—ইহাও কবিকর্ণপূর দশম অঙ্কে কেন, কোনও স্থানই বলেন নাই ; ইহাও পণ্ডিত-মহাশয়ের কল্পিত কথা। সার্ব্বভৌমের কাশী-যাত্রার কথা কর্ণপূর লিখিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করার জন্যই গিয়াছিলেন,—একথা তিনি লিখেন নাই। সার্ব্বভৌম কিজন্য বারাণসী যাত্রা করিয়াছিলেন, পণ্ডিত-মহাশয়ের উদ্ধৃত তাঁহার স্বাগতোক্তিতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—"বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি"—বারাণসী যাইয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণ করাইবার জন্য। বারাণসীতে কাহাকে তিনি শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণ করাইবেন ? সমস্ত কাশীবাসীকে, না কেবল তত্রত্য সন্ন্যাসীদিগকে, না কি কেবল কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ সন্ন্যাসীকে ? আর কোন্ সময়েই বা সার্ব্বভৌম কাশী

যাইতেছিলেন ? শ্রীচৈতন্যের কাশী-গমনের পূর্ব্বে না পরে ? যদি শ্রীচৈতন্যের কাশী-গমনের পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম বারাণসীযাত্রা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত কাশীবাসীকে, অথবা কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুর মত গ্রহণ করাইবার জন্য তিনি যাইতেছিলেন মনে করা যায়। আর যদি প্রভুর বারাণসীত্যাগের পরেই তিনি কাশীযাত্রা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে সকল মাৎসর্য্য-পরায়ণ সন্ন্যাসী প্রভুর নিকটে আসেন নাই, তাঁহাদিগকেই প্রভুর মত গ্রহণ করাইতে সার্ব্বভৌম যাত্রা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। কিন্তু দুই কারণে ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌম স্বয়ংভগবান্ বলিয়া মনে করিতেন; তিনি যাঁহাদিগের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, সার্ব্বভৌম তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইবেন, এরূপ আস্পর্দ্ধার ভাব প্রভুপদানত সার্ব্বভৌমের মনে আসার কথা নয়—সে আস্পর্দ্ধা আবার এত প্রবল যে, প্রভুর অনুমতি না পাইয়াও সার্ব্বভৌম বারাণসী যাওয়ার জন্য রওনা হইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, কর্ণপূর বলিয়াছেন—যাঁহারা প্রভুর নিকটে আসেন নাই, তাঁহারা মাৎসর্য্যপরায়ণ এবং কতিপয় প্রধান সন্ন্যাসী; মাৎসর্য্য তাঁহাদের এতই প্রবল, যে তাঁহারা স্বশ্রেণীর আর একজন সন্ন্যাসীর—যিনি সমস্ত কাশীবাসীকে, অপর প্রধান এবং অপ্রধান সন্ন্যাসীদিগকেও ভক্তিপথে আনয়ন করিয়াছেন, এরূপ একজন শক্তিশালী সন্ন্যাসীর—নিকটে যাওয়াও নিজেদের মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমী সার্ব্বভৌমের নিকটে আসিবেন, অথবা তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিচারে সম্মত হইবেন এবং পরাজয় স্বীকার করিয়া সার্ব্বভৌমের মত গ্রহণ করিবেন—এরূপ মনে করার মত অহঙ্কারও সার্ব্বভৌমের ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। এসমস্ত কারণে মনে হয়, মহাপ্রভুর কাশী যাওয়ার পূর্ব্বেই প্রভুর মত গ্রহণ করাইবার জন্য সার্ব্বভৌম কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন এবং তখন এমন কোনও একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহাতে প্রভুর অনুমতি না পাইয়াও কাশী যাওয়ার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অনুমানই যে সত্য, আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সার্ব্বভৌম সত্যসত্যই কাশীতে গিয়াছিলেন কিনা, কর্ণপূর অবশ্য সেবিষয়ে কোনও সংবাদ দেন নাই; কিন্তু "পরবর্ত্তী কোনও গ্রন্থকারও" যে "এসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই"—ইহা ঠিক কথা নহে। বোধ হয় কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি পণ্ডিত-মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার সংবাদ দিয়াছেন।—"বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত-আগমন। শিবানন্দসেন করে সভার পালন॥ শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্। প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান॥ পথে সার্ব্বভৌমসহ সভার মিলন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥ ২।১।১২৯-৩১॥" সার্ব্বভৌম কোন্ সময়ে বারাণসীযাত্রা করিয়াছিলেন, এই কয় পয়ার হইতে তাহা নির্ণয় করা যায়। এই কয় পয়ার হইতে জানা যায়—এক বৎসর গৌড়ীয়ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে চলিয়াছেন, পথে সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ। কবিকর্ণপূরও একথা বলেন (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ১০।১৩। বহরমপুর সংস্করণ) এবং তিনি আরও বলেন, ঐ সময়ে সার্ব্বভৌম বারাণসীতে যাইতেছিলেন। কিন্তু ইহা কোন্ শকাব্দায় ?

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে প্রত্যেক বৎসরেই গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেন এবং বর্ষার চারিমাস নীলাচলে অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্যের পরে দেশে ফিরিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসের পরে ১৪৩১ শকের ফাল্গুনে প্রভু নীলাচলে আসেন, ১৪৩২ শকের বৈশাখে দক্ষিণযাত্রা করিয়া দুইবৎসর পরে ১৪৩৪ শকের প্রারম্ভে ফিরিয়া আসেন। ১৪৩৪ শকেই গৌড়ীয় ভক্তগণ সর্ব্বপ্রথম প্রভুকে দেখিতে নীলাচলে আসেন। ১৪৩৫ শকে তাঁহারা দ্বিতীয়বার আসেন এবং ১৪৩৬ শকে তৃতীয়বার আসেন। ১৪৩৬ শকাব্দার বিজয়াদশমীতেই মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার অভিপ্রায়ে গৌড়ে যাত্রা করেন।

যাহা হউক, সূত্ররূপে মধ্যলীলার বর্ণিতব্য বিষয়সমূহের উল্লেখ-প্রসঙ্গেই প্রথম পরিচ্ছেদে উপরে উদ্ধৃত পয়ারগুলি লিখিত হইয়াছে। ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ১২২-২৮ পয়ারে গৌড়ীয়ভক্তদের প্রথম (১৪৩৪ শকাব্দায়) নীলাচল-গমন ও চারিমাস অবস্থানাদির উল্লেখ করিয়া উদ্ধৃত পয়ারসমূহে এবং পরবর্ত্তী কতিপয় পয়ারেও (১২৯-৩৭) তাঁহাদের

"বর্ষান্তরের" আগমন ও অবস্থিতি এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন। তাহার পরে ১৩৮ পয়ারে প্রভুর গৌড়-গমনের কথা বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—১৪৩৬ শকাব্দায় প্রভুর গৌড়-গমনের পূর্ব্বে এবং ১৪৩৪ শকাব্দায় গৌড়ীয় ভক্তদের সর্ব্বপ্রথম নীলাচলে আগমনের পরেই, ১৪৩৫ বা ১৪৩৬ শকাব্দার রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তদের সহিত সার্ব্বভৌমের পথে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ শকাব্দায়? ১৪৩৫ শকে, না ১৪৩৬ শকে?

মধ্যলীলার ১৬শ পরিচ্ছেদে ১১-৮০ পয়ারে গৌড়ীয় ভক্তদের দ্বিতীয়বারের (১৪৩৫ শকাব্দার) এবং ৮৫ পয়ারে তৃতীয়বারের (১৪৩৬ শকাব্দার) নীলাচল গমন বর্ণিত হইয়াছে। ১৪৩৬ শকাব্দায় গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার অব্যবহিত পরেই দেশে চলিয়া যান (২।১৬।৮৫), চাতুর্ম্মাস্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই; এবং তাঁহাদের চলিয়া যাওয়ায় অব্যবহিত পরেই সার্ব্বভৌমের সহিত নীলাচলে প্রভুর আলাপের কথা দৃষ্ট হয় (২।১৬।৮৬); ইহাতে বুঝা যায়, ১৪৩৬ শকে সার্ব্বভৌম বারাণসী যাত্রা করেন নাই। কিন্তু ২।১৬।১১-৮০ পয়ারে ১৪৩৫ শকের গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে অবস্থানাদির বর্ণনায় কোন স্থানেই সার্ব্বভৌমের উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যায় না। তাহাতে মনে হয়, ১৪৩৫ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তগণ যখন নীলাচলে আসিতেছিলেন, তখনই তাঁহাদের সহিত সার্ব্বভৌমের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ১৪৩৫ শকাব্দাতেই সার্ব্বভৌম বারাণসী গিয়াছিলেন।

সময়-নির্ণয়ের আর একটী উপাদান কবিরাজ-গোস্বামী দিয়াছেন—সেই বৎসর শিবানন্দের সঙ্গে একটী কুক্কুর গিয়াছিল। কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের দশম অঙ্কে বলিয়াছেন—মহাপ্রভুর মথুরাগমনের পূর্ব্বে কোনও এক বৎসর শিবানন্দের সঙ্গে একটী কুক্কুর গিয়াছিল এবং এই কুক্কুরই প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল (১০।৩)। এই প্রমাণেও জানা যায়, প্রভুর মথুরা-গমনের পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম বারাণসী গিয়াছিলেন। ১৪৩৬ শকে প্রভু গৌড়ে গিয়াছিলেন; গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া ১৪৩৭ শকের শরৎকালে মথুরা-যাত্রা করেন (২।১৭।২)। গৌড় হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়েই প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন—"এ-বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন (২।১৬।২৪৫)।" সুতরাং ১৪৩৭ শকাব্দার রথযাত্রা-উপলক্ষে কেহ নীলাচলে আসেন নাই। কাজেই মনে করিতে হইবে, ১৪৩৫ শকেই শিবানন্দের সঙ্গে একটী কুক্কুর গিয়াছিল এবং সেই বৎসরেই সার্ব্বভৌম বারাণসী গিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে দুইটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। ক্রমে এই দুইটী প্রশ্নের আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন এই। মধ্যলীলার সূত্রমধ্যে দ্বিতীয় বারের (১৪৩৫ শকের) ভক্ত-সমাগমের প্রসঙ্গেই কবিরাজ-গোস্বামী কুক্কুরটীর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে, বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমন-প্রসঙ্গেই কুক্কুরটী-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে কি মনে হয় না যে, প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই কুক্কুরটী শিবানন্দের সঙ্গে আসিয়াছিল?

এক্ষণে দেখা যাউক,—অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে যে বারের ভক্ত-সমাগমের কথা বলা হইয়াছে, কুক্কুরটীও সেই বারেই শিবানন্দের সঙ্গে গিয়াছিল, এরূপ কোনও স্পষ্ট উল্লেখ সেস্থানে আছে কিনা; যদি না থাকে, তাহা হইলে কুক্কুরটী অন্য কোনও বারে শিবানন্দের সঙ্গে গিয়াছিল, ইহাও মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা মনে করিলে, এস্থলে কুক্কুরটীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করার সার্থকতা কি? কুক্কুরটী যে সেবারেই শিবানন্দের সঙ্গে চলিয়াছিল, এরূপ কোনও উল্লেখ অন্ত্যের প্রথম পরিচ্ছেদে নাই। ভক্তদের নীলাচলযাত্রা-উপলক্ষে বলা হইয়াছে, শিবানন্দ "সভারে পালন করে—দেন বাসাস্থান। ৩।১।১১।" ইহার অব্যবহিত পরেই কুক্কুরটীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তদের কথা তো দূরে, একটী কুক্কুরের সুখসুবিধার জন্যও শিবানন্দের ব্যাকুলতার সীমা ছিলনা। শিবানন্দের পূর্ব্ব-ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গে তাঁহার অসাধারণ উদারতার কথা বলা হইল। সুতরাং কুক্কুরটী পূর্ব্বে কোনও একবৎসরেই (১৪৩৫ শকের ভক্তসমাগমের সঙ্গেই) শিবানন্দসেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, এরূপ

মনে করিলে অন্ত্যের প্রথম পরিচ্ছেদের বর্ণনার সঙ্গেও বিরোধ হয় না, অথচ মধ্যের প্রথম পরিচ্ছেদে, কবিরাজ-গোস্বামীর স্বত্রোক্তির সহিত এবং কবিকর্ণপূরের নাটকের উক্তির সহিতও সঙ্গতি থাকে। তাই ইহাই সমীচীন সমাধান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই। কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকের নবম অঙ্কে শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণ, এবং বৃন্দাবন-প্রয়াগ-কাশী-ভ্রমণ বর্ণন করিয়া তাহার পরে দশম অঙ্কে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে গমন বর্ণন প্রসঙ্গেই সার্ব্বভৌমের বারাণসী যাত্রার কথা বলিয়াছেন। দশম অঙ্ক পড়িলে ইহাও মনে হয় যে, এই অঙ্কে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ঘটনার রূপই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সার্ব্বভৌমের কাশীযাত্রাও যে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ঘটনা, এরূপ অনুমান করা যাইবেনা কেন?

এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, দশম অঙ্কে বর্ণিত ঘটনা সমূহের ঐতিহাসিক ক্রমের গুরুত্ব কতটুকু, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির যে ঐতিহাসিক সত্যতা নাই, তাহা আমরা বলিতে চাইনা; কিন্তু কোন্ ঘটনার পরে বা সঙ্গে কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল, ঘটনাগুলির মধ্যে বাস্তবিক সময়ের ব্যবধান কিরূপ ছিল, কর্ণপূরের বর্ণনা হইতে তাহা নির্দ্ধারিত করা যায় না। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

একই নবম অঙ্কে এবং একই দৃশ্যেই প্রতাপরুদ্রের সভায় রায়রামানন্দ আসিয়া বলিলেন—প্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে যাত্রা করিলে রামানন্দ ভদ্রক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়া সবেমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই এক বার্ত্তাবহ আসিয়া বলিল—ভদ্রক হইতে যাত্রা করার পরে পথে যবন রাজার সহিত সন্ধি হইলে প্রভু পাণিহাটিতে যান, তারপরে নানা ভক্তের বাড়ী ঘুরিয়া শান্তিপুর, শান্তিপুর হইতে কুলিয়ায় যাইয়া সাতদিন থাকিয়া রামকেলিতে গিয়াছেন। রামকেলি হইতে তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া তারপর মথুরা যাইবেন। এই বার্ত্তাবহের কথা শেষ হইতে না হইতেই শুনা গেল—প্রভু নীলাচলে আসিয়া লোকসংঘট্টের ভয়ে গুপ্তভাবে মথুরায় গিয়াছেন। তখনই আবার এক বার্ত্তাবহ আসিয়া জানাইল—বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রয়াগ হইয়া প্রভু কাশীতে আসিয়াছেন এবং বার্ত্তাবহের মুখে প্রভুর কাশী আগমনের বিবরণ শেষ না হইতেই স্বয়ং প্রভু আসিয়া নীলচলে উপনীত হইলেন। এই বর্ণনায় সময়ের প্রকৃত ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

দশম অঙ্কে এবং এক দৃশ্যেই গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল গমনের উদ্যোগ, নীলাচল গমন, প্রভুর সহিত তাহাদের মিলন, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন, গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রা, হোরা পঞ্চমী—বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায়, নীলাচল-যাত্রী ভক্তদের মধ্যে হরিদাসঠাকুরের এবং গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর নাম দৃষ্ট হয় (১০।১৩) এবং শিবানন্দের তিনপুত্রের কথাও তাহাতে আছে; তিনপুত্রের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ দাস (ইনিই পরে কবিকর্ণপূর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন) যে সেই বারই সর্ব্বপ্রথম নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহাও এই দশম অঙ্ক হইতে জানা যায় (১০।১৮)। পরমানন্দদাসের জন্মই হইয়াছে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে; সুতরাং দশম অঙ্কে বর্ণিত ভক্ত-সমাগমকে পরমানন্দ-দাসের নামই প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ঘটনার রূপ দিয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী ও হরিদাসঠাকুর প্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে, গৌড়ীয় ভক্তগণের সর্ব্বপ্রথম (১৪৩৪ শকে) নীলাচলে গমনের সময়েই নীলাচলে গিয়াছিলেন (২।১১।৭৩-৭৫) এবং তাঁহারা অন্য ভক্তদের সঙ্গে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন নাই, নীলাচলেই অবস্থান করিতে থাকেন। প্রভু যখন বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তখন হরিদাসঠাকুর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন (২।১৬।১২৭), আবার তাঁহার সঙ্গেই নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া স্বীয় অপ্রকট সময় পর্য্যন্ত সে স্থানে ছিলেন; কিন্তু গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী আর নীলাচল ত্যাগ করিয়া কোথাও যান

নাই (১)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়; কবিকর্ণপূর এস্থলে হরিদাসঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী এবং শিবানন্দের তিনপুত্রকে একসঙ্গে নীলাচলে পাঠাইয়া অন্ততঃ পাঁচছয় বৎসর ব্যবধানের দুইটী ঘটনাকে একই সময়ে সংঘটিত ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হরিদাস ও গদাধর নীলাচলে গমনের পাঁচ ছয় বৎসর পরেই পরমানন্দদাসকে সর্ব্বপ্রথমে সেস্থানে আনা হয়। বস্তুতঃ কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকের দশম অঙ্কে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বৎসরের ঘটনা বর্ণন করেন নাই। বিভিন্ন বৎসরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলিকে তিনি এস্থলে একই সঙ্গে সমাবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থের নাটকীয় ভাব ও নাটকীয় প্রভাব উৎপাদন ও রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নয়

সুতরাং দশম অঙ্কে বর্ণিত ঘটনাগুলিতে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ঘটনার রূপ দৃষ্ট হইলেও তৎসম্পর্কে উল্লিখিত সার্ব্বভৌমের বারাণসীযাত্রাও পরবর্ত্তী ঘটনা, তাহা মনে করার সঙ্গত হেতু নাই।

পণ্ডিত-মহাশয় কবিকর্ণপূরের নাটক হইতে সার্ব্বভৌমের যে স্ব-গতোক্তি হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বারাণসীযাত্রার প্রমাণ দিয়াছেন, সেই স্বগতোক্তির অপরাংশের আলোচনা করিলেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌমের বারাণসীযাত্রা—প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। প্রভুর অনুমতি না পাইয়াও তিনি বারাণসী যাইতেছেন, কি হইবে কে জানে—এরূপ বলিয়া সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—

"যদ্যপি ভগবত ইচ্ছাধীনৈব করুণা তথাপি করুণাপরতন্ত্রত্বং তস্যেতি কদাচিৎ করুণাপি স্বতন্ত্রা ভবতীতি করুণায়া এব সাহায্যেন যদ্ভবতি তদেব ভবিষ্যতীতি।—যদিও ভগবানের করুণা তাঁহারই ইচ্ছাধীন, তথাপি কখনও কখনও করুণা স্বতন্ত্রা বা বলবতী হইয়া ইচ্ছাকে অধীন করিয়া ফেলে। তাই তাঁহার করুণার সাহায্যে যাহা হয়, তাহাই হইবে।"

সার্ব্বভৌমের এই স্বগতোক্তি হইতে বুঝা যায়—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি কাশীবাসী-দিগকে প্রভুর মত গ্রহণ করাইতে যাইতেছিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই যদি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে স্বীয় চেষ্টাসত্ত্বেও কাশীবাসীদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীচৈতন্য ফিরিয়া আসিয়া থাকেন, তাহাহইলে—প্রভু নিজে চেষ্টা করিয়া যে কাজ করিতে পারেন নাই, সেকাজ করিবার জন্য সার্ব্বভৌমের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি যে সেই অসমর্থ-প্রভুর কৃপার উপরই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তখন পর্য্যন্ত কাশীবাসীদিগকে উদ্ধার করার জন্য প্রভুর সামর্থ্য পরীক্ষিত হয় নাই, এবং ইহাও বুঝা যায় যে—সার্ব্বভৌম মনে করিয়াছিলেন, কাশীবাসীদিগকে প্রভুর মতে আনয়ন করিবার জন্য প্রভুর নিজের যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই নাই; প্রভুর কৃপার সহায়তায় সার্ব্বভৌমই তাহা করিতে সমর্থ হইবেন। সার্ব্বভৌমের কাশীযাত্রা প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা; কবিরাজ-গোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন এবং কর্ণপূরের বর্ণনার ধ্বনিও তাহার অনুকূল।

কিন্তু তখন কি এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের কাশী যাওয়ার জন্য এতই আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, মহাপ্রভুর অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি বারাণসীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন?

মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস বা কৃষ্ণদাসকবিরাজ—ইঁহাদের কাহারও গ্রন্থ হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর

(১) এসম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তিই যে নির্ভর যোগ্য তাহার হেতু এইঃ—শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী বিভিন্ন সময়ে নীলাচলে যাইয়া কয়েক মাস করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই হরিদাসঠাকুরের সঙ্গে থাকিতেন; গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর সঙ্গও এই কয় মাস তাঁহারা করিয়াছেন। রঘুনাথ-দাসগোস্বামী তো কয়েক বৎসর পর্য্যন্তই হরিদাসঠাকুর এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গ করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন এবং শ্রীরঘুনাথের নিকট সমস্ত বিবরণ জানিবার সুযোগ কবিরাজগোস্বামীর হইয়াছিল। কবিকর্ণপূরের এজাতীয় সুযোগ হইয়াছিল কিনা বলা যায় না; মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময়েও তিনি বোধহয় অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন। প্রভুর অপ্রকটের পরে তো নীলাচলের চাঁদের হাটই ভাঙ্গিয়া যায়।

পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনদাস বা কবিকর্ণপূরেরই সমসাময়িক গ্রন্থকার জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কয়েকটী উক্তি হইতে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের উত্তরখণ্ডে মহাপ্রভুর কাশীলীলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"গৌরচন্দ্র তীর্থযাত্রা গেলা বারাণসী। বিধিমতে বিড়ম্বিলা পাষণ্ড সন্ন্যাসী॥ ১৪৯ পৃঃ।" পণ্ডিত-মহাশয়ও এই পয়ারটী উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করেন নাই। এই পয়ার হইতেও বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্য কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাহাহউক, মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলাসম্বন্ধে উক্ত বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে বিজয়খণ্ডে ও তীর্থখণ্ডে জয়ানন্দ প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণের কথা এবং তাহারও পূর্ব্বে প্রকাশখণ্ডে নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—"নীলাচলে শ্রীচৈতন্য আছেন একচিত্তে। বারাণসী হৈতে পত্র আইল আচম্বিতে॥ বড় বড় সন্ন্যাসী সকল পত্র লেখি। নীলাচলে চৈতন্য সভেই মনে দুখি॥ সন্ন্যাসীর যোগ্যস্থল নীলাচল নহে। সে সব সুখদ স্থল সন্ন্যাসীর যোগ্য নহে॥ সম্ভোগ লক্ষণ মাল্যচন্দন যে পরে। পাষাণ শরীর হয় অবশ্য বিগারে॥ এই পত্র শুনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র। তা সভারে বিড়ম্বিব করিয়া প্রবন্ধ॥ আপনি চৈতন্য শ্লোক লিখিলেন পত্রে। সে পত্র পাঠাঞা দিল বারাণসী ক্ষেত্রে॥ সকল সন্ন্যাসী মেলি পত্র পড়িল। শ্লোক পড়ি সভাকার ধিক্কার জন্মিল॥ সিংহের সমান বল নাহি কার গাএ। আরে তাহে শূকর হস্তীর মাংস খাএ॥ তমু সিংহ শরীরেতে না হয় বিগার। বৎসরে শৃঙ্গার করে সবে এক বার॥ পাথরের কণা ধান্য পারাবত খাএ। তাহে কাম অনুক্ষণ স্ত্রীসঙ্গে যাএ॥ ইহার বিচার লেখি পাঠাবে আমারে। তবে নীলাচল ছাড়ি রহিব আন্তরে॥ এই পত্র শুনি যত প্রাচীন সন্ন্যাসী। নীলাচল গেলা সভে ছাড়ি বারাণসী॥ চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব। আনন্দে প্রকাশখণ্ড গাএ জয়ানন্দ॥—১৩৫ পৃঃ।" ইহার পরে তীর্থখণ্ডে প্রভুর মথুরাদি তীর্থ-ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃত পয়ারসমূহের মধ্যে এক পয়ারে বলা হইয়াছে, কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের পত্র পাইয়া প্রভু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—"তা সভারে বিড়ম্বিব করিয়া প্রবন্ধ।" তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে বারাণসীতে যাইয়া তিনি যে বাস্তবিকই "বিধিমতে বিড়ম্বিলা পাষণ্ডী সন্ন্যাসী॥"—জয়ানন্দের গ্রন্থের ১৪৯ পৃঃ হইতে পয়ার উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, মথুরা যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য এক সময় নীলাচলে বসিয়া আছেন, এমন সময় কাশীবাসী "বড় বড় সন্ন্যাসী"দিগের লিখিত এক পত্র নীলাচলে পাওয়া গেল। নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের প্রসাদান্ন, তাঁহার প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ করিতেন; কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ বোধ হয় ইহাকে বিলাসিতাময় আচরণ মনে করিয়া প্রভুকে পত্র লিখিলেন যে—"তুমি নীলাচলে কেন আছ? নীলাচল ত্যাগী সন্ন্যাসীদের বাসের যোগ্যস্থান নহে; সেখানে তুমি যাহা আহার কর, যে সকল মাল্যচন্দন ধারণ কর, তাহাতে মানুষের কথা তো দূরে, পাষাণ-মূর্ত্তিরও বিকার জন্মে।" প্রভু পত্র পড়িয়া হাসিলেন এবং পত্রের উত্তরও দিলেন। উত্তরে জানাইলেন—"সিংহ অনেক উত্তেজক জিনিস আহার করে; তথাপি তাহার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য অত্যন্ত কম। অথচ পারাবত পাথরের কণা খায়, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য অত্যন্ত বেশী। ইহার কারণ কি জানাইবে। যদি তোমাদের উত্তর সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে আমি নীলাচল ত্যাগ করিয়া যাইব।" জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—প্রভুর এই পত্র পড়িয়াই কাশীর প্রাচীন সন্ন্যাসীরা কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে গেলেন। একথা যে ঠিক নহে, তাহা জয়ানন্দের অন্য উক্তি হইতেই বুঝা যায়; পরে উত্তর-খণ্ডে তিনি লিখিয়াছেন, উক্তরূপে চিঠিতে কথা-কাটাকাটির পরে বারাণসীতে যাইয়া প্রভু "বিধিমতে বিড়ম্বিলা পাষণ্ডী সন্ন্যাসী।" সন্ন্যাসীরা সকলে নীলাচলে আসিয়া থাকিলে তাঁহার আর কাশী যাওয়ার প্রয়োজনই থাকে না এবং গিয়া থাকিলে তিনি সেখানে "বিড়ম্বিলেন" কাহাকে?

জয়ানন্দ হইতে আরও বুঝা যায়—সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য যে নীলাচলে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, কাশীবাসী শাঙ্করমতাবলম্বী সন্ন্যাসিগণ তাহা জানিতেন এবং সম্ভবতঃ ইহাও তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে, শাঙ্কর-বেদান্তে মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও শ্রীচৈতন্যের পদানত হইয়াছেন। এই সার্ব্বভৌম ছিলেন পূর্ব্বভারতে

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এক মহাস্তম্ভ; তাঁহার ভক্তিমার্গ অবলম্বনে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হইল মনে করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যদেবই এই ক্ষতির কারণ মনে করিয়া কাশীবাসী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ যে শ্রীচৈতন্যের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্বভাবতঃই মনে করা যাইতে পারে। তাঁহারা পত্রযোগে তাঁহাদের এই বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর গ্লানিও প্রচার করিতে লাগিলেন। পত্রে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করিয়া থাকিলেও তাঁহার আচরণ সন্ন্যাসীর উপযুক্ত নহে। কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের পত্রে প্রভু সম্বন্ধে এ সকল গ্লানিজনক উক্তি দেখিয়াই গৌরগতপ্রাণ সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন—এসকল সন্ন্যাসী প্রভুর মহিমা জানেন না, তাঁহার মতের যুক্তিযুক্ততাও জানেন না; জানিলে তাঁহারাও প্রভুর পদানত হইয়া পড়িবেন। তাই তিনি মনে করিলেন—তিনি নিজে যাইয়া যদি তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচার করেন, তাহা হইলে প্রভুর কৃপায় নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদিগকে প্রভুর মতে আনয়ন করিতে পারিবেন। বারাণসী যাওয়ার জন্য তিনি প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু প্রভু অনুমতি দিলেন না; প্রভু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছিলেন—এ কঠিন কাজ সার্ব্বভৌমের দ্বারা সম্ভব হইবে না। কিন্তু প্রভুর কৃপাশক্তির উপর সার্ব্বভৌমের নির্ভরতা এত বেশী ছিল যে, তিনি সঙ্কল্প করিলেন—প্রভুর অনুমতি না পাইলেও তিনি বারাণসী যাইবেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, প্রভুর কৃপাতেই তিনি সন্ন্যাসিদিগকে প্রভুর মতে আনয়ন করিতে পারিবেন। তাই তিনি বারাণসী যাত্রা করিয়াছিলেন এবং বারাণসীতে গিয়া যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; সার্ব্বভৌমের অভীষ্ট-কার্য্য পরে প্রভু নিজেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং পণ্ডিত-মহাশয় যে বলিয়াছেন—মহাপ্রভুর অসমাপ্তকার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য সার্ব্বভৌম কাশীতে গিয়াছিলেন, তাহার কোনও ভিত্তিই নাই। তিনি মনে করিয়াছেন—মহাপ্রভুই সার্ব্বভৌমের আগে কাশীতে গিয়াছিলেন; তাঁহার এই অনুমানও ভিত্তিহীন।

পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন,—কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যেও কোন স্থানে প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মহাকাব্যে কর্ণপূর তো প্রভুর কাশী-গমনের উল্লেখও করেন নাই; তাহাতেই কি মনে করিতে হইবে—প্রভু কাশীতে যায়েন নাই? প্রভুর পশ্চিমগমন সম্বন্ধে তিনি মাত্র দুইটী শ্লোক লিখিয়াছেন—তাহার একটীতে লিখিয়াছেন, প্রভু নীলাচলে কিছুকাল অবস্থান করিয়া কালিন্দীতীরে প্রস্থান করিলেন এবং অপর শ্লোকটীতে লিখিয়াছেন, সেই স্থানে (কালিন্দীতীরে) কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার নীলাচলে আসিলেন (২০।৩৫, ৩৭)। প্রভুর পশ্চিমগমনই যিনি বর্ণনা করিলেন না, তিনি প্রকাশানন্দের নাম কিরূপে উল্লেখ করিবেন?

(গ) বৃন্দাবনদাসসম্বন্ধে পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন—"বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত পড়িয়াও মনে হয় না যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

নিবেদন। বৃন্দাবনদাসঠাকুরও মহাপ্রভুর পশ্চিমভ্রমণ বর্ণন করেন নাই; সেজন্য যেমন প্রভু কখনও পশ্চিমে যান নাই বলা সঙ্গত হইবে না, তিনি প্রকাশানন্দ-উদ্ধার বর্ণনা করেন নাই বলিয়াও তেমনি প্রকাশানন্দকে প্রভু উদ্ধার করেন নাই বলাও অসমীচীন হইবে। শ্রীচৈতন্যভাগবত যে অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, তাহা সকলেই জানেন।

কাহারও গ্রন্থে কোনও একটী ঘটনার অনুল্লেখই সেই ঘটনা সংঘটিত না হওয়ার পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়।

(ঘ) লোচনদাসসম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন:—"লোচনদাস প্রকাশানন্দের নাম কোথাও উল্লেখ করে নাই। শ্রীচৈতন্যের কাশীগমন সম্বন্ধে মাত্র লিখিয়াছেন—"ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী। অনেক বৈসয়ে তথা পরমসন্ন্যাসী॥ পৃঃ ৯৫, শেষ খণ্ড।"

নিবেদন। পূর্ব্ববৎই। অনুল্লেখদ্বারাই কোনও ঘটনা অপ্রমাণ হয় না। শ্রীচৈতন্য কাশীতে গিয়াও প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই, এমন কথা মুরারিগুপ্ত, কর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস বা লোচনদাস কেহই বলেন নাই; অথচ প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়া কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—প্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়াছেন।

(ঙ) পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন :— (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার) "সপ্তম পরিচ্ছেদে কবিরাজ-গোস্বামী পঞ্চতত্ত্বনিরূপণ করিয়া মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রেমদান বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি সহসা তত্ত্ব হইতে লীলায় আসিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলীর কোনরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য না রাখিয়া কাশীর প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী লিখিয়াছেন। আবার অষ্টমপরিচ্ছেদে তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।"

"আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ক্রমভঙ্গ করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী কেন প্রকাশানন্দের কাহিনী লিখিলেন বুঝা কঠিন। যদি এরূপ ব্যাপার না-ই ঘটিয়া থাকে, অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের মহিমা-খ্যাপনের জন্য এরূপ ঘটনার সংযোজনা করা প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ কবিরাজ-গোস্বামী—যিনি লিখিতে লিখিতে পরলোকগমনের আশঙ্কা করিতেছিলেন—আগ্রহাতিশয্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াই ক্রমভঙ্গ করিয়া এরূপ লীলা লিখিয়াছেন অনুমান করিতে হয়।"

নিবেদন। প্রথমতঃ—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা যে খুব খারাপ হইয়াছিল—এত খারাপ হইয়াছিল যে, অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টায় "শ্রীচৈতন্যের মহিমা-খ্যাপনের জন্য" মিথ্যাকাহিনীর সৃষ্টিও—কেবল কবিরাজগোস্বামিকর্ত্তৃক নয়, পরন্তু সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ কর্ত্তৃকই—আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পণ্ডিত-মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই; আমরাও জানি না। বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা যে তখন এরূপই শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় পণ্ডিত-মহাশয়ও বিশ্বাস করেন নাই; করিলে "যদি"-শব্দের আশ্রয় নিতেন না। অথচ এই "যদির" উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বৃদ্ধ-করিবাজ-গোস্বামীর নামে এবং সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নামেও প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর ন্যায় একজন সম্মানিত ব্যক্তির গ্লানিজনক একটী মিথ্যা উপাখ্যান সৃষ্টির অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, মিথ্যার উপর কোনও সম্প্রদায়ের গৌরব যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এই বিবেচনাটুকু বৃদ্ধ-কবিরাজ-গোস্বামীর এবং রঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রমুখ তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-গণের ছিল। ইঁহাদের বিরুদ্ধে এরূপ জঘন্য অভিযোগ যিনি আনিতে পারেন, তিনি বাস্তবিকই কৃপার্হ।

দ্বিতীয়তঃ —"শ্রীচৈতন্যের তত্ত্বনির্ণয় করিয়াই ক্রমভঙ্গ করিয়া" কবিরাজগোস্বামী "এরূপ (প্রকাশানন্দ-উদ্ধার কাহিনী) লীলা" লিখেন নাই। তিনি ক্রমভঙ্গ করেন নাই। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বনিরূপণ করিয়াছেন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্য কারণ এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণন করিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, ষষ্ঠপরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্ব বর্ণন করিয়া সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাস—এই পাঁচজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাঁহাদের মুখ্য কার্য্যের কথাই তিনি বলিয়াছেন। নির্ব্বিচারে প্রেমদানই শ্রীচৈতন্যের মুখ্য কার্য্য; নিজে তিনি তাহা করিয়াছেন এবং অপর চারিতত্ত্বদ্বারাও করাইয়াছেন। ইহা দেখাইতে যাইয়া কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধ—সকলকে, এমনকি ম্লেচ্ছকে পর্য্যন্ত, তাঁহারা প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়াছেন। মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, নিন্দুক, পাষণ্ডী ও পড়ুয়াগণ প্রথমে সহজে ধরা দেন নাই; ইঁহাদের উদ্ধারের জন্য প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন; নিন্দুক-পড়ুয়া-আদি তখন প্রভুর পদানত হইলেন; তখন কেবল বাকী রহিলেন কাশীর মায়াবাদীগণ—"সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী।১।৭।১৩৭।" ইঁহাদের জন্যই প্রভুর মুখ্যতঃ কাশীতে গমন। এই কাশীগমন-প্রসঙ্গেই কাশীতে প্রভু যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চতত্ত্বাখ্যানের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়—প্রেমবিতরণেরই অঙ্গীভূত; এই বর্ণনা না দিলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; সুতরাং এই বর্ণনার অবতারণায় ক্রমভঙ্গদোষও নাই, অপ্রাসঙ্গিকতাও নাই। প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর সমস্ত বিবরণও এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হয় নাই; মধ্যলীলার যথাস্থানে (১৭শ ও ২৫শ পরিচ্ছেদে) ক্রমপূর্ব্বক ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং "শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলীর কোনরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য না রাখিয়াই" যে কবিরাজগোস্বামী আগ্রহাতিশয্যবশতঃ, যেস্থানে লেখা উচিত নয়, সেস্থানেই "কাশীর প্রকাশানন্দ-উদ্ধার কাহিনী লিখিয়াছেন", তাহা নয়। আর "শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াই" যে তিনি

"এরূপ লীলা লিখিয়াছেন", তাহাও নয়। শ্রীচৈতন্যের তত্ত্বনিরূপণ করা হইয়াছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে; আর সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রেমবিতরণ-প্রসঙ্গে কাশীবাসী-সন্ন্যাসীদিগকে প্রেমবিতরণের কথা লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ—পণ্ডিত-মহাশয় ইঙ্গিত করিয়াছেন—আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান লিখিবার সময় বৃদ্ধ-কবিরাজগোস্বামী "পরলোকগমনের" আশঙ্কা করিতেছিলেন; তাই প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের মিথ্যা কাহিনীটী যথাস্থানে বর্ণন করার অবসর পাছে না পান, তাহার পূর্ব্বেই পাছে তাহাকে "পরলোকগমন" করিতে হয়, সেজন্যই ক্রমভঙ্গ করিয়াও, অপ্রাসঙ্গিকভাবেও, এইস্থানে এই কল্পিত উপাখ্যানটী লিখিয়া গিয়াছেন। যাহারা সারাজীবন দুষ্কর্ম্ম করে, মৃত্যুসময়ে তাহাদেরও কাহারও কাহারও তজ্জন্য অনুতাপ জন্মে। আর যাহারা সারাজীবন সদ্ভাবে অতিবাহিত করিয়া যায়, মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তাহাদের মনে দুষ্কর্ম্মের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক নয়। কবিরাজগোস্বামী যৌবনে সংসারত্যাগ করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যদের সঙ্গে ও আনুগত্যে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে বাস করিয়া অকপট ও ঐকান্তিকভাবে ভজন-সাধন করিয়াছেন। "পরলোকগমনের" অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে একজন ভারতবিখ্যাত সন্ন্যাসীর পরাজয়-সূচক একটা জঘন্য মিথ্যা কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবাদেশে ও শ্রীমদন গোপালের কৃপায় লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে কলঙ্কিত করিবার আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুমানের ও উক্তির কোনও ভিত্তিই নাই। প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী একটা ঐতিহাসিক সত্য।